মেহেরপুর জেলা বিসিডিএস নবগঠিত কমিটির সংবর্ধনা

মেহেরপুর জেলা বিসিডিএস নবগঠিত কমিটির সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মুজিবনগর পিকনিক স্পটে বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতি মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য সেলিম খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি আব্দুল লতিব। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য আসিফ আল মোনায়েম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নাজমুল হুদা, সহ-সভাপতি রফিকুল হাসান (রণ), সহ-সভাপতি কাজী খয়রউদ্দীন আহম্মেদ, এবং নির্বাহী সদস্য মতিউর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য রিনু, বাবর আলী, সাইফুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম (সেন্টু), জালাল উদ্দিন, বেনজির আহমেদ, আব্দুস সালাম, শফিকুল ইসলাম বাবু, শহিদুল ইসলাম, এস এম খাইরুল প্রমুখ।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে লিংকেজ শেয়ারিং সভা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সরকারি সেবার সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেহেরপুরের আমঝুপিতে লিংকেজ শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর আয়োজনে এবং এএলআরডি’র সহযোগিতায় মউকের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এস.এম আবু সালেহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মউকের সালিশ প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ গোলাম আম্বিয়া।

সভায় বক্তারা সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। মোছাঃ তাসলিমা খাতুন, সাবিত্রী দাস ও মোছাঃ সাহেরা খাতুনসহ উপস্থিত অনেকে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করেন। এছাড়া গ্রামীণ পর্যায়ে প্রান্তিক নারীদের উৎপাদনমুখী উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভায় আমঝুপি ও বারাদী ইউনিয়নের ৩২ জন প্রান্তিক কৃষক অংশ নেন। সভার সঞ্চালনা করেন জনসমবায় দলের উন্নয়ন কর্মী মোঃ শাহিনুর হোসেন।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় দু’গ্রামবাসীর সংঘর্ষে যুবক নিহত

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন
(২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। পুড়ে গেছে একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপ। সেখানে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল ভষ্মিভুত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশের অবেহলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেন একই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের সাহাদত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রামনগর গ্রামের মিরা ইসলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কিনেছেন। তার ছেলে ট্রাকটর নিয়ে চরগোয়াল গ্রামে যায়। এসময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় চরগোয়াল গ্রামের একটি ঈদগাহের গেট ভেঙ্গে যায়। ঈদগাহের গেট ভেঙে যাওয়ায় ওই গ্রামের লোকজন ট্রাক্টরের চাবি নিয়ে নেয়। এসময় রামনগর গ্রামের জান্নাত মোটররসাইকেল ওয়ার্কসপে বসে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের এক পযার্য়ে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে হৃদয় হোসেন মাথায় লাঠির আঘাত লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে বামন্দিতে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, হৃদয় হোসেনের মৃত্যুর খবর চরগোয়াল গ্রামে পৌছালে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রামনগরের গিয়ে জান্নাতের মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপে ভাংচুর, লটুপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ পুরো দো্কান পুড়ে ভষ্মিভুত হয়।

তবে চরগোয়াল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জান্নাতের ওয়ার্কসপে বসে মিমাংসার কথাবার্তা হচ্ছিল। এসময় জান্নাত বলে আমার দোকানে কি বলে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। তার হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার শুরুতে খায়রুল নামের এক দারোগাকে ফোন করি। তিনি আসছি আসছি বলে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আসলে হয়তো বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো না।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল বলেন, ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত চলছে।

দলের বিরুদ্ধে কাজ করলে ছিটকে পড়বেন

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক, ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান বলেন, সামনে নির্বাচন। দলে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবে। কিন্তু কেউ দলের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না। দলের বিরুদ্ধে কাজ করলে ছিটকে পড়বেন। ঐক্যর কোনো বিকল্প নেই। তাই ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে যখনই কোন সঙ্কট এসেছে তখনই জিয়া পরিবার সামনে এসেছে। ১৯৭১ সালে মানুষ যখন দ্বিকবিদিক ছোটাছুটি করছে ঠিক তখন কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শহীদ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ফুটবল মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সহনীয় পর্যায়ে রাখা অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি দ্রত গণতান্ত্রিক যাত্রাপথে উত্তরণের জন্য নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা এবং রাষ্ট্রে পতিত ফ্যাসিবাদের নানা চক্রান্তের অপচেষ্টা মোকাবেলাসহ বিভিন্ন দাবিতে বিএনপির এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাকসুর এই নেতা আরও বলেন, শেখ মুজিব মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। চারটি সংবাদপত্র রেখে বাকী সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছেন।

সেসময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সব সংবাদপত্র খুলে দিয়েছেন, সব রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন।

খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে সংসদে বীল পাশ করে সংসদীয় গণতন্ত্র এনেছেন। তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করেছেন। তিন তিনটা ভোট সেই তত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় হয়েছে।

স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে দিনের ভোট রাতে কেটেছেন।

খালেদা জিয়া দীর্ঘ ৯ বছর স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাকে ক্ষমতা থেকে নামিয়েছেন আর তারেক রহমান দীর্ঘ ১৬ বছর আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে স্বেরাচার হাসিনাকে বিদায় করেছেন।

তিনি বলেন, বিএনপি নেতা ইলিয়াছ, চৌধুরী আলম, সুমনকে গুম করা হয়েছে। হাজার হাজার বিএনপি ছাত্র দল, যুবদলের নেতাকর্মীকে হত্যা ও সর্বশেষ জুলাই আগষ্টের ছাত্র জনতার রক্তের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেলাম। আগামীতে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করবে।

তিনি বলেন বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ স্বনির্ভর হয়। শহীদ জিয়া ও খালেদা জিয়া এদেশকে স্বনির্ভর করেছেন। আগামীতে তারেক রহমান দেশকে স্বনির্ভর করবেন।

নেতাকর্মীদের হুশিয়ারি দিয়ে আমান বলেন, দলে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবে। কিন্তু কেউ দলের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না। দলের বিরুদ্ধে কাজ করলে ছিটকে যাবেন। ঐক্যর কোনো বিকল্প নেই। তাই ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকার বিগত দিনে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সাজা দিয়ে ৬ বছর কারাগারে রেখেছিল। তাকে স্লো পয়জন দিয়ে অসুস্থ করে রেখেছিল। ডাক্তার বারবার বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা বললেও সেটা করা হয়নি। অথচ, আওয়ামী লীগের সান্ডা, পান্ডা, চেয়ারম্যান মেম্বর পর্যন্ত বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন।

বলেছিলো শেখ মুজিবের বেটি পালায় না, তার একদিন পরে গোষ্টীসহ পালিয়ে গেল। বেগম খালেদা জিয়া ৯ বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করে গণতন্ত্র পুনুরদ্ধার করেছিলো। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশ স্বর্নিভর হয়।

নেতৃত্বে বিরোধ থাকবে দলের বিরুদ্ধে কাজ করা যাবে না, দলের বিরুদ্ধে কাজ করলে ছিটকে পড়বেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যব্দ হয়ে কাজ করতে হবে।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড.কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় অতিথির বক্তব্য রাখনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন ও আমজাদ হোসেন।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, ফয়েজ মোহাম্মদ, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব জাকির হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াছ হোসেন, আনসারুল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

এর আগে দুপুর থেকেই জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ব্যানার ফ্যাস্টুন হাতে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠের এই জনসভায় জড়ো হতে থাকেন।

জনসভার শুরুতেই পিলখানায় হত্যাকান্ডে নিহত সেনা সদস্যদের স্বরণে ২৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সেনাশোক দিবস উপলক্ষে সভাস্থলে দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরের রাইপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ও ঝরেপড়া রোধে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ আসাদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিটিএ কমিটির

সভাপতি হাসানুজ্জামান। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ আয়ুব আলী ও কাবুল আলী।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। তিনি বলেন, “প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার প্রারম্ভিক ধাপ। শিশুর নতুন শিখনজগতে প্রবেশের এই পথচলাকে সহজ ও কার্যকর করতে মায়ের সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলা হয়, “নেপোলিয়ন বলেছেন, ‘আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলব।’ তাই সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অতিথি ও অভিভাবকগণ নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই মা সমাবেশের আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ওয়াচ গ্রুপ ও পিটিএ কমিটির সদস্য এবং মউকের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন মা এই সমাবেশে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা, এবং আয়োজনে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ।

মেহেরপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত

“তরুণদের দেশ গড়ার অঙ্গীকার, জনসভায় স্থানীয় সরকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের আয়োজনে মঙ্গলবার (২৫ ফ্রেব্রুয়ারি) সকালে জেলা

প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

স্থায়ীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সামিউল হক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

এছাড়াও এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন, জেলা প্রাথমিক অফিসার মোঃ রুহুল আমিন, সরকারি কমিশনার আবির হোসেন, সহকারী কমিশনার তানজিনা শারমিন দৃষ্টিসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার অপারেশন ডেভিল হান্টে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলসহ মেহেরপুর জেলায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মূর্শেদ অতুল, সদর উপজেলার শিংহাটি গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি মানারুল ইসলাম

রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে ও আজ মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত জেলা পুলিশের পৃথক দল পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।

এছাড়া সদর থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেয়া হবে বলে জানান এসপি।

মেহেরপুরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় ও নবীন বরণ

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিক্ষা জীবন সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত সময়। যারা পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে, তারা দেশ ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

অনুষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় জানানো হয় এবং নবাগত ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক তারিক মুছা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একরামুল হক, আশরাফুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক ইউনুস আলী, ফারুক হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

মেহেরপুরের চকশ্যামনগর ও খোকসায় মা সমাবেশ

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ও ঝরে পড়া রোধকল্পে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা এবং চকশ্যামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথকভাবে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, “আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।” সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে মায়ের ভূমিকাই প্রধান। নৈতিক চরিত্র গঠন ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিভাবক হিসেবে মায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জন্মের পর অসহায় শিশুকে শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে মা-ই কথা বলা ও পথ চলতে শেখান। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুর দীর্ঘ পথচলার প্রথম ধাপ। মায়ের হাত ধরে যখন এক শিশু প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন শুরু হয় তার নতুন জগতে পথচলা। এই নতুন যাত্রাকে মসৃণ করতে মায়ের সচেতনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর আচরণ, শেখার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি গড়ে ওঠে। একজন শিক্ষকের সঠিক পর্যবেক্ষণ ও মায়ের সহায়তায় শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। তাই মা সমাবেশের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিয়মিত মা সমাবেশ আয়োজন শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ওয়াচ গ্রুপ ও পিটিএ কমিটির সদস্য এবং মউক প্রতিনিধিসহ মায়েদের নিয়ে এই মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৫১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের মেহেরপুর জেলা শাখার ৫১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দলের সভাপতি এস এম জিলানী ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান গতকাল শনিবার এই কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে মোঃ আজমুল হোসেন মিন্টু ও সদস্য সচিব হিসেবে মোঃ শহিদুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে মোঃ মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান সজিব, ইলিয়াস হোসেন, হারুন অর রশিদ বাচ্চু, মোঃ ফিরোজুর রহমান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম সজল, মোঃ চঞ্চল, এম এম সালাউদ্দিন ও ইকবাল হাসানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সদস্য হিসেবে এড. মিজানুর রহমান, এডাম সুমন, এড. এশবার জাহান (তমা), বাশিরুল আজিজ হাসান, বুলবুল আহমেদ, মোঃ কায়কোবাদ, মনিবুল খান, মোঃ টিটোন, মোঃ হারুন, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ লাবলু রহমান, মোঃ বাদশা মিয়া, মোঃ ফুর্তি হাসান, মোঃ আাক্তাররুজ্জামান কালু, মোঃ টিপু সুলতান টিপু, মোঃ আলীমুজ্জামান নুটু, মোঃ কাফিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল লতিফ, মোঃ স্বপন আলী, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ আক্তারুজ্জামান, মোঃ সুজন আলী, মোঃ শাহ আলম ও আব্দুল আলিমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।